ïUwK mgvPvi

cÖKvkbvq: GmBwc cÖKí

তৃতীয় সংস্করণ
সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ

কক্সবাজার জেলায় অবস্থানরত এসইপি প্রকল্পের আওতায় বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদনে জৈব প্রযুক্তি ও ফিশ ড্রায়ার প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রকল্পের কর্ম এলাকায় নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে কার্যরত প্রকল্প –

উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে শুঁটকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রসার

কোস্ট ফাউন্ডেশন
কক্সবাজার সদর
বাংলাদেশ।

cÖK‡íi weeiY: -

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এসইপি প্রকল্পের আওতায় বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদনে জৈব প্রযুক্তি ও ফিশ ড্রায়ার প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রকল্পের কর্ম এলাকায় নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে ***উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে শুঁটকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রসার*** প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ০৭ জুন, ২০২১ খ্রি. থেকে ০৭ মে, ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত। প্রকল্পটি বিষমুক্ত শুঁটকি উৎপাদনে জৈব প্রযুক্তি ও ফিশ ড্রায়ার প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুঁটকি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

GmBwci m`m¨iv cwi‡ek Dbœq‡bi 20wU KgšÖ cvj‡b A½xKvive× n‡q‡Q

cwi‡ek e¨e¯'vcbv cÖwkÿY

ছবিয়াল: তুষি বণিক

কক্সবাজারের শুঁটকিপল্লীতে অবস্থিত এসইপির (সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট) শুঁটকি উদ্যোক্তারা এই মাসের শুরুতে শুঁটকিপল্লীর সাথে যুক্ত কর্মকান্ডসমূহের এবং পরিবেশের মান-উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ সংগঠিত হয় কোস্ট ফাউন্ডেশনের এসইপি প্রকল্পের উদ্যোগে এবং তা পরিচালনা করেছেন পরিবেশ কর্মকর্তা, মো. নেজামুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সদস্যদেরকে গত ২ শে সেপ্টেম্বর কক্সবাজারের চৌফলদন্ডী এলাকার সোনাই খাতুনের বাসস্থানে সংঘবদ্ধ করা হয়। উন্নত জাতের শুঁটকি উৎপাদনের লক্ষ্যে পরিবেশ কর্মকর্তার পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রত্যয়জনক বক্তৃতা সকলকে আশ্বস্ত করে। তাছাড়াও, প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের মূল্যবান বক্তব্য উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে ত্বরান্বিত করে।

পরিবেশ কর্মকর্তা, মো. নেজামুল ইসলাম পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য ২০টি নীতিমালা সকলের নিকট তুলে ধরেন; তন্মধ্যে, কর্মক্ষেত্রে কর্মী ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য হাতে গ্লাভস্, মাস্ক, এপ্রোন, ও সেফটি গ্লাস ব্যবহার নিশ্চিত করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হয়। এছাড়াও, নিরাপদ পানি ও টয়লেটের ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও পুন:ব্যবহারযোগ্য করা, পরিবেশসম্মত প্যাকেজিং এর ব্যবস্থা করা এবং সর্বোপরি নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদন নিশ্চিতকরণ এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ধরা হয়। প্রশিক্ষণে উপস্থিত শুঁটকি উদ্যোক্তারা অঙ্গীকার করেন যে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য উল্লেখিত ২০টি প্র্যাকটিস তারা পালন করবেন এবং সেইসাথে নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদনের মান নিশ্চিত করবেন।

GmBwc †Uwbs Gi gva¨‡g ïUwK Drcv`b Lv‡Z e¨eüZ bZzb †UK‡bvjwR m¤ú‡K© w`j evnv‡ii AwfÁZv jvf

Gb fvqib‡g›U mwU©wd‡Kkb †Uwbs

ছবিয়াল: তুষি বণিক

দিল বাহারের মতো ক্ষুদ্র শুঁটকি উদ্যোক্তারা এসইপির "নিরাপদ উপায়ে শুঁটকি উৎপাদন" প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শুঁটকি উৎপাদন খাতে ব্যবহৃত নতুন টেকনোলজি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। উক্ত প্রশিক্ষণটি আহবান করে কোস্ট এসইপি প্রকল্প এবং পরিচালনা করে টেকনিক্যাল অফিসার, তানজিরা খাতুন যার অসাধারণ বক্তৃতায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদনের পাশাপাশি কোভিড মহামারি পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকসমূহও এই আলোচনায় উঠে আসে।

টেকনিক্যাল অফিসার, তানজিরা খাতুন শুঁটকি খোলার পারিপার্শ্বিক বিষয়সমূহ উল্লেখ করে তার বক্তৃতা শুরু করেন; এছাড়াও, শুঁটকি উৎপাদন খাতে ব্যবহৃত নতুন নতুন টেকনোলজি, যেমন - মাচা,

কোল্ড স্টোরেজ, ফিশ ড্রায়ার, প্রভৃতি প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের নিকট তুলে ধরেন। তার ভাষ্যমতে, প্রশিক্ষণে উপস্থিত সকলকে তিনি অনিরাপদ উপায়ে শুঁটকি তৈরির ক্ষতিকর দিকসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অধিকন্তু, তিনি নিরাপদ ও অনিরাপদ উপায়ে শুঁটকি উৎপাদনের সুফল ও কুফল সম্বন্ধে সবাইকে অবহিত করেন। দিল বাহার প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয় তার পরিবার এবং অন্যান্য শুঁটকি উৎপাদনের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার দায়িত্ব নেন। এহেন শিক্ষণীয় প্রশিক্ষণকে তিনি সাধুবাদ জানান যা সমাজের উন্নতি সাধনে সর্বাগ্রে কাজ করবে।

wRbœvZ GmBwc ÒGbfvqibg¨v›U Kv¬e©Ó Gi `wqZ¡kxj c‡` wb‡qwRZ n‡q‡Qb

Gbfvqib‡g›U K¬v‡ei wgwUs

ছবিয়াল: তুষি বণিক

কোস্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কক্সবাজারের চৌফলদন্ডী এলাকা ও ৬নং ফিশারি ঘাটে ২টি এনভায়রনমেন্ট ক্লাব স্থাপিত হয়েছে। উভয় ক্লাবেই প্রায় ১০০ জন সদস্য রয়েছে। এ ক্লাবের পরিচালনায় রয়েছেন এসইপির পরিবেশ কর্মকর্তা, মো. নেজামুল ইসলাম। চৌফলদন্ডী ক্লাস্টারের মো. জিন্নাত উক্ত স্থানে যুক্ত সকল সদস্যের এনভায়রনমেন্ট ক্লাবের সকল সমাবেশ ও প্রশিক্ষণে উপস্থিত থাকার দায়িত্ব পালন করেন, সেইসাথে প্রতিটি সদস্যের কার্যক্ষেত্রে পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যাও তিনি মিটিং-এ উত্থাপিত করেন। পরিবেশ কর্মকর্তা, নেজামুল ইসলাম প্রত্যেক ক্লাবে প্রতি মাসে ২টি করে মিটিং সম্পাদন করেন। তিনি এই বলে আশাব্যক্ত করেন যে, আগামী মাস থেকে ক্লাবের কার্যকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং ক্লাস্টারের অন্যান্য সদস্যরাও এর সাথে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করবে বলে তিনি আশাবাদী।

প্রয়োজনে: -
মাহমুদুল হাসান
এসইপি প্রজেক্ট ম্যানেজার
মোবাইল: ০১৩১৩-৭৯৮৯১৪